

سُورَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ

৫৪-সূরা আল্ কামার

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৬ আয়াত এবং ৬ রুকু আছে।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অসীম দাতা, পরম দয়াময়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। নির্দিষ্ট মুহূর্ত নিকটবর্তী হইল এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হইল।

اِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ②

৩। এবং তাহারা কোন নিদর্শন দেখিলে মুখ ফিরাইয়া নয় এবং বলে, 'ইহাতো চির প্রচলিত যাদু।'

وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَعِزٌّ ③

৪। এবং তাহারা (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং নিজদের প্রভুর অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ের জন্য এক নির্ধারিত সময় আছে।

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ ④

৫। এবং নিশ্চয় তাহাদের নিকট এমন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আসিয়াছে যাহার মধ্যে সতর্কবাণী আছে—

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْآبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ⑤

৬। হৃদয়স্পর্শী হিকমত। কিন্তু সাবধানবাণী তাহাদের কোন উপকারে আসিল না।

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ التُّذُرُ ⑥

৭। সূতরাং তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও এবং (অপেক্ষা কর সেই দিন পর্যন্ত) যেদিন এক আহ্বানকারী তাহাদিগকে এক অবাস্তব বিষয়ের (আযাবের) প্রতি আহ্বান করিবে,

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَّكَرٍ ⑦

৮। তখন তাহাদের চক্ষু অবনত থাকিবে, তাহারা (তাহাদের) কবরসমূহ হইতে এমনভাবে বাহির হইবে যেন তাহারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল,

خُسْفًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ⑧

৯। তাহারা ঘোষণাকারীর দিকে ধাবমান হইবে। কাফেরগণ বলিবে, 'ইহা বড়ই কঠিন দিন।'

فَهُطِيطِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَرِيرٌ ⑨

১০। ইহাদের পূর্বে নূহের জাতিও (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; এবং তাহারা আমাদের বান্দাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, 'সে তো একজন উদ্ভাদ এবং তাহাকে (আমাদের দেবতা কর্তৃক) অভিশপ্ত করা হইয়াছে।'

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرُوا ⑩

১১। তখন সে তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল, 'নিশ্চয় আমি পরাভূত, সূতরাং তুমি আমাকে সাহায্য কর ।'

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ⑤

১২। তখন আমরা মূলধারে বারি বর্ষণে আকাশের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করিয়া দিলাম;

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَرٍ ⑥

১৩। এবং ভূমিতেও আমরা ঝরণাসমূহ প্রবাহিত করিলাম, সূতরাং (দুই দিকের) পানি সম্মিলিত হইয়া গেল এমন এক বিষয়ের জন্য যাহার সিদ্ধান্ত পূর্ব হইতে করা হইয়াছিল ।

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ⑦

১৪। এবং আমরা তাহাকে তত্ত্ব ও পেরেক দ্বারা নির্মিত যানের উপর আরোহণ করাইয়াছিলাম ।

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ⑧

১৫। উহা আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে চলিতেছিল, ইহা সেই বাজির জন্য প্রতিদান স্বরূপ ছিল যাহাকে অস্বীকার করা হইয়াছিল ।

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءُ لِمَن كَانَ كُفِرَ ⑨

১৬। এবং আমরা উহাকে (পরবর্তীদের জন্য) এক নিদর্শন স্বরূপ রাখিয়াছিলাম । অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ⑩

১৭। অতএব (দেখ,) কেমন (কঠোর) ছিল আমার আযাব ও সতর্কবাণী !

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ⑪

১৮। এবং নিশ্চয় আমরা কুরআনকে স্মরণ রাখার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি । অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ⑫

১৯। 'আদ' জাতিও (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল । সূতরাং (দেখ) কেমন (কঠোর) ছিল আমার আযাব ও সতর্কবাণী !

كَذَّبَتْ مَاوَدُ فَكَيفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ⑬

২০। এবং আমরা তাহাদের উপর এক প্রচণ্ড বজ্রা বায়ু পাঠাইয়াছিলাম এক দীর্ঘস্থায়ী অন্তর্দিনে,

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَجِرٍ ⑭

২১। উহা মানুষকে এইরূপে উৎপাটিত করিতেছিল যেন তাহারা মলোৎপাটিত ফাঁপা খড়্গ-রক্ষের কাণ্ডসমূহ ।

تَنْزِعُ النَّاسُ كَأَنَّهُمْ عِجَارٌ حُنُلٍ مُّنْقَعِرٍ ⑮

২২। অতএব (দেখ) কেমন (কঠোর) ছিল আমরা আযাব ও সতর্কবাণী ।

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ⑯

২৩। এবং নিশ্চয় আমরা কুরআনকে সন্মরণ রাখার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ ۝

২৪। 'সামদ' জাতি সতর্ককারীগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالدُّدْرِ ۝

২৫। এবং তাহারা বলিয়াছিল, 'কি আমরা আমাদেরই মধ্য হইতে একজন (মরণশীল) মানুষের অনুসরণ করিয়া চলিব ? এইরূপ করিলে আমরা নিশ্চয় বিভ্রান্তি এবং উন্মাদনার মধ্যে নিপতিত হইব।

فَقَالُوا ابْشِرُوا وَاتِّبَاعًا نَكْبَعُ إِنَّا إِذَا لَفِئَ صَلِيلٍ وَنُعْرٍ ۝

২৬। আমাদের মধ্য হইতে শুধু এই বাস্তব উপরই কি উপদেশ-বাণী নাযল করা হইয়াছে ? না, বরং সে একজন চরম মিথ্যাবাদী, অত্যধিক দান্তিক ব্যক্তি।

ءَالِقَ الذِّكْرِ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ۝

২৭। তাহারা আপাতকাল জানিবে, কে চরম মিথ্যাবাদী, অত্যধিক দান্তিক।

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ۝

২৮। আমরা তাহাদের পরীক্ষার জন্য এক উদ্ভী প্রেরণ করিব। সূতরাং (হে সালেহ !) তুমি তাহাদের পরিণামের অপেক্ষা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর।

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَامْرُتَجِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ۝

২৯। এবং তাহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, তাহাদের মধ্যে (এবং সেই উদ্ভীর মধ্যে) পানি বন্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, (পানাক্রমে) প্রত্যেক বার পানি পান করার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইতে হইবে।

وَيَتْلُوهُمْ أَنَّ الْبَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرْبٍ مُخْتَصِرٌ ۝

৩০। অতঃপর তাহারা তাহাদের সঙ্গীকে ডাকিল, সূতরাং সে (উদ্ভীকে) বনপর্বক ধরিল এবং (উহার) হাঁটুর পশ্চাদশিরা কাটিয়া দিল।

فَنَادَا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ۝

৩১। অতএব (দেখ) কেমন (কঠোর) ছিল আমার আযাব এবং সতর্কবাণী !

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذِيرِ ۝

৩২। নিশ্চয় আমরা তাহাদের উপর একটি বিকট শব্দকারী আযাব পাঠাইলাম, ফলে তাহারা খোঁয়াড় নির্মাণকারীর (ছুরি দিয়া চাঁছা) ওক্না কাট-টুকরার ন্যায় হইয়া গেল।

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيَّعَةً وَاجِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ ۝

৩৩। এবং নিশ্চয় আমরা কুরআনকে সন্মরণ রাখার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ ۝

৩৪। লুতের জাতিও সতর্ককারীদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

كَذَّهَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذِي ۝

৩৫। নিশ্চয় আমরা তাহাদের উপর শিলা-বৃষ্টি প্রেরণ করিয়াছিলাম লুতের পরিবার ছাড়া, যাহাদিগকে আমরা প্রভাতে রক্ষা করিয়াছিলাম—

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُمْ
بِسَحَرٍ ۝

৩৬। আমাদের পক্ষ হইতে নেয়ামতস্বরূপ। এইভাবেই আমরা পুরস্কার দিয়া থাকি যাহারা কৃতজ্ঞতা আপন করে।

نِعْمَةٌ مِنَّا عِنْدَنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ۝

৩৭। এবং সে তাহাদিগকে আমাদের গুরুতর ধতকরণ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা সতর্কবাণী সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিয়াছিল।

وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَارُوا إِلَيْنَا ۝

৩৮। এবং তাহারা তাহাকে তাহার মেহমানের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিতে চাহিয়াছিল; ফলে আমরা তাহাদের চক্ষুসমূহকে অন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম এবং (বলিয়াছিলাম) 'আমার আযাব এবং সতর্কবাণীর স্বাদ গ্রহণ কর।'

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ صَيفِهِ فَطَسَّيْنَا أَعْيُنَهُمْ
فَذُوقُوا عَذَابَنَا وَنَذِيرَ ۝

৩৯। এবং প্রাতঃকালেই এক বিরামহীন আযাব তাহাদের উপর আসিয়া পড়িল।

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَلَىٰ أَبِي مُسْتَقِرٍّ ۝

৪০। 'অতএব তোমরা এখন আমার আযাব ও সতর্কবাণীর স্বাদ গ্রহণ কর।'

فَذُوقُوا عَذَابَنَا وَنَذِيرَ ۝

৪১। এবং নিশ্চয় আমরা কুরআনকে সন্মরণ রাখার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

بَلَىٰ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدْكِرٍ ۝

৪২। এবং ফেরাউনের জাতির নিকটও সতর্ককারীগণ আসিয়াছিল।

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذِيرُ ۝

৪৩। তাহারা আমাদের সকল নিদর্শনকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল। ফলে আমরা তাহাদিগকে এক মহা পরাক্রমশালী শক্তিশ্বরের ধৃত করণের ন্যায় ধৃত করিয়াছিলাম।

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاحْذَرُوا ۝

৪৪। (হে মক্কাবাসীগণ!) তোমাদের কাকেরগণ কি উহাদের অপেক্ষা অধিকতর উত্তম? অথবা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে তোমাদের জন্য (আযাব হইতে) নিষ্কৃতি লিপিবদ্ধ আছে ?

أَلَمْ نَكُذِّبُكُمْ خِلَافِنَا أَوْ لَكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي
الزُّبُرِ ۝

৪৫। তাহারা কি বলে, 'আমরা এক অপরাডেয় দল ?'

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ ﴿٤٥﴾

৪৬। অচিরেই সেই দলকে পরাভূত করা হইবে এবং তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিবে।

سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴿٤٦﴾

৪৭। বরং (তাহাদের ধ্বংসের) সেই মুহূর্ত তাহাদের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুত মুহূর্ত; বস্তুতঃ সেই মুহূর্ত অত্যন্ত ধ্বংসকারী এবং তিস্ত।

بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذًى وَآمُرُ ﴿٤٧﴾

৪৮। নিশ্চয় অপরাধীরা পথ-ভ্রষ্টতা এবং উন্মাদনায় আক্রান্ত।

إِنَّ النُّجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٨﴾

৪৯। যেদিন তাহাদিগকে অধোমুখী করিয়া আঙনের মধ্যে হেঁচড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইবে, (এবং বলা হইবে), 'তোমরা জাহান্নামের স্পর্শ-স্বাদ আশ্বাদন কর।'।

يَوْمَ يُصْعَقُونَ فِي النَّارِ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٩﴾

৫০। নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক বস্তুকে পরিমাণ অনুযায়ী সৃষ্টি করিয়াছি।

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٥٠﴾

৫১। এবং আমাদের আদেশ একবারই মাত্র, যাহা চক্ষুর পলকের ন্যায় (বাস্তবায়িত হয়)।

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥١﴾

৫২। এবং নিশ্চয় আমরা (পূর্বেও) তোমাদের মত বহু দলকে ধ্বংস করিয়াছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا شَتَّىٰ أَشْيَاءَ كَمْ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং প্রত্যেক কাজ যাহা তাহারা করিয়াছে কিতাবের মধ্যে (সংরক্ষিত) আছে।

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং প্রত্যেক ছোট এবং বড় (কাজ) নিপিবদ্ধ আছে।

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَرٌ ﴿٥٤﴾

৫৫। নিশ্চয় মৃতকীর্ণগণ বাগানসমূহ এবং নহরসমূহের মধ্যে থাকিবে,

إِنَّ الشَّقِيْنَ فِي جَنَّتٍ وَنَهْرٍ ﴿٥٥﴾

৫৬। এক চিরস্থায়ী সম্মানজনক বাসস্থানে সর্বশক্তিমান মহা সম্রাটের সান্নিধ্যে।

يَجِي فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٦﴾